দৈনিক ইনকিলাব

13 JUL 1991

তারিখ ... 13 JUL ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২

21

কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষা বাতিল

কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে সরকার বাংলা ছাড়া সকল পরীক্ষা বাতিল করে দিয়েছেন। এ ছাড়াও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্ত করার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই সাথে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ন্যায় ঘৃণ্য ঘটনা ভবিষ্যতে আর যাতে না ঘটে তজ্জন্য প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিদানের বিধান সম্বলিত আইনের সংশোধনী আনা হচ্ছে।

এ সম্পর্কে গত বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত প্রেসনোটে বলা হয়েছে যে, সরকার গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে ইংরেজী উভয় পত্র এবং গণিত পরীক্ষা ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়েছে। আশংকা করা হচ্ছে যে, অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হতে পারে। এই প্রেক্ষিতে সরকার অনুষ্ঠিত ইংরেজী, গণিত এবং তারপর অনুষ্ঠিত ও অনুষ্ঠিতব্য সকল পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করেছে।

এছাড়া দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বের করার জন্য গোয়েন্দা বিভাগকে নিয়োজিত করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা সমাজের শত্রু। সরকার তাদের গ্রেফতার এবং আইনানুযায়ী শাস্তি প্রদানে বদ্ধপরিকর। তাদের গ্রেফতার এবং সাফল্যজনকভাবে অভিযুক্ত করা ও শাস্তি প্রদানে সহায়তাকারীকে সরকার এক লাখ টাকা নগদ পুরস্কার প্রদানের কথাও ঘোষণা করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে হয় যে, এবার এসএসসি পরীক্ষা আরো আগেই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গত ২৯ এপ্রিল উপকূলীয় অঞ্চলে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের দরুন কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হয়। উভয় বোর্ডের স্থগিত এসএসসি পরীক্ষা সম্প্রতি শুরু হয়েছে। কিন্তু কুমিল্লা বোর্ডের ইংরেজী প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়। এর পরও অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। ফলে, সেসব বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল করা হয়। এ প্রেক্ষিতে আশংকা করা হচ্ছে যে, অনুষ্ঠিতব্য বিষয়গুলোর প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সরকার তাৎক্ষণিকভাবে বাংলা প্রশ্নপত্র ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে অনুষ্ঠিত ও অনুষ্ঠিতব্য সকল বিষয়ে পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করেছেন এবং দুর্বৃত্তদের পাকড়াও করা ও তাদের সর্বোচ্চ শাস্তিদানের বিষয়ে আইন সংশোধন করার উদ্যোগ নিয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে সরকারের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তা না হলে পরীক্ষার গোপনীয়তা, মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা বলে কিছুই থাকবে না। সুতরাং সুষ্ঠু পরীক্ষা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আইন-বিধি যতো কঠোর করা হোক না কেন তাতে দেশবাসী অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবে। এ আশ্বাস আমরা দিতে পারি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্ন উঠতে পারে তা হল, যে কোন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বাজারের পণ্য নয় এবং বাজারে রাখার সামগ্রীও নয়। বোর্ড কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে প্রশ্ন মুদ্রণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা হয়। এ ক্ষেত্রে যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায় তাহলে সাধারণভাবেই ধরে নেয়া যায় বোর্ডের কোন না কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এই ঘৃণ্যতম কাজের সহায়তাকারী। তাই তারা গোপন চ্যানেল রক্ষা করে এই ঘৃণ্য ব্যবসা চালিয়ে আসছে। সুতরাং গোয়েন্দা বিভাগ যদি তৎপর হয় তাহলে প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা খুব কঠিন হবে না বলেই আমরা মনে করি। তাই সমাজের চিহ্নিত শত্রুদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হোক। এটাই দেশবাসীর কাম্য।

এই সাথে আরো বলতে হয় যে, কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার যেসব বিষয় বাতিল করা হয়েছে, সেসব বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ ঘোষণা করা হয়নি। সুতরাং পরবর্তী পরীক্ষা বিলম্বে অনুষ্ঠিত হলে ছাত্রদের প্রায় একটি শিক্ষা বর্ষ চলে যাবে। কাজেই বাতিলকৃত বিষয়ের পরীক্ষা জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণ করা উচিত। বিষয়টির প্রতি আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।